তরুণ সান্যালের স্মরণে মৌন মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক তরুণ সান্যালের মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মেদিনীপুর শহরে মৌন মিছিল করল শহরের কবি সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ। তরুণ সান্যাল ছিলেন সারা বাংলা শিল্পী সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা তাঁকে শোষিত নিপীড়িত মানুষের একান্ত আপনজনে পরিণত করেছিল। এদিনের এই মৌন মিছিল বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে বিপ্লবী বিমল দাসগুপ্তর মূর্তি পর্যন্ত যায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক হরিপদ মন্ডল, অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, নারায়ণ অধিকারী, অলক গুই, গৌরীশংকর সরকার, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে বেলদাতে শোক মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল। বেলদা বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে থেকে শোক মৌন মিছিল বেলদা শহর পরিক্রমা করে বেলদা রেল স্টেশন স্থিত ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে এসে শেষ হয়। শোক প্রকাশের পাশাপাশি শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রয়াত কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক তরুণ সান্যালের প্রতি। সোমবার সকালে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল, মাটির বেহালা, অন্ধকার উদ্যানে যে নদী, রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা, তোমার জন্য বাংলাদেশ প্রভৃতি। তিনি কতকগুলো পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন। তার মধ্যে একতা, কবিপত্র, সীমান্ত পরিচয়, সপ্তাহ উল্লেখযোগ্য। ২০০৭ সাল থেকে সারা বাংলা শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি ছিলেন। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন যুক্ত। নন্দীগ্রাম কাণ্ডের প্রতিবাদে ঘৃণা ভরে ত্যাগ করেছেন রাজ্য সরকারের দেওয়া রবীন্দ্র পুরস্কার। আজীবন গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর দাবিতে সংগ্রামে রত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সদস্য সহ অনেকেই। এদিন তাঁর প্রয়াণে মেদিনীপুর ও বেলদাতে শোকমিছিল সংগঠিত করা হয়।

কন্যাশ্রী পৃথা মাঝিকে সম্বর্ধনা খেজুরি ১ পঞ্চায়েত সমিতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ খেজুরি ১ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কন্যাশ্রী পৃথা মাঝিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। পৃথা মাঝি রাজ্যস্তরে কন্যাশ্রী প্রাপক মেয়েদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পোস্টার মেকিং বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। সেই উপলক্ষ্যে এদিন ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথা মাঝিকে সংবর্ধনা ও স্মারক তুলে দেওয়া হল। পৃথা মাঝি খেজুরির কল্যাচক আর্ত তনয়াশ্রী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক সৌম্য রায়চৌধুরি, জয়েন্ট বিডিও প্রতিভানন্দন দাস, সভাপতি শ্রাবণী মাইতি, সহ সভাপতি বিমান নায়েক, বিমল জানা প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সুদীপ্ত মহাপাত্র।

দুর্ঘটনায় মৃত সবজি বিক্রেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়ার গদিমোড় এলাকায় বালিবোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃত সাইকেল আরোহী পেশায় সবজি বিক্রেতা। ঘটনার প্রতিবাদে ৫টি লরিতে ভাঙচুর করা হয়। রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ঝাড়গ্রামের এসডিপিও-এর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী। অবরোধ তুলতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বহু বালিবোঝাই গাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান সকালে সাইকেলে করে সবজি বিক্রি করতে বেরিয়ে ছিলেন এই সবজি বিক্রেতা। হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি ধাক্কা মারে তাঁকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ময়নায় কৃষি বিষয়ক আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ময়না ব্লকের কৃষি বিভাগের পরিচালনায় বুধবার ময়না থানার লালুয়াগেড়িয়া সমবায় সমিতির মিটিং হলে অনুষ্ঠিত হল একদিনের কৃষি আলোচনা। এই আলোচনার মূল বিষয় ছিল ধান ও পান চাষ। প্রায় ১০০ জন চাষী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না ব্লকের এডিও আনন্দশংকর সিংহ, নন্দীগ্রামের এডিএ গৌতম মন্ডল, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অশোক কুমার পাইক, ময়না-ঘাটাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বিশিষ্টরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লালুগেড়িয়া সমবায় সমিতির ম্যানেজার রঞ্জিত হাজরা। কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধান ও পান চাষ করলে কম খরচে চাষীরা বেশী উৎপাদন করতে পারবেন অর্থাৎ বেশী আর্থিক উপার্জন করতে পারবে এই ছিল আলোচনার মূল বিষয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের রোগ লাগলে কিভাবে প্রতিরোধ করবে এবং জৈব সার কীভাবে উৎপাদন করে ব্যবহার করতে হয় এসবই আলোচনা করা হয়।

খেজুরিতে সমবায়ে জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ খেজুরির লাখীতে সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। সমবায় সমিতির ছটি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। লাখী ২ অঞ্চলের বিক্রমনগর, কল্যাচক, ঠাকুরনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতির নির্বাচনে মঙ্গলবার ছিল মনোনয়ন তোলার শেষ দিন। ছটি আসনে বিরোধী প্রার্থী মনোনয়নপত্র না তোলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয় তৃণমূল প্রার্থীরা। নির্বাচিত প্রার্থীরা হলেন মহাদেব প্রধান, প্রত্যুষ পণ্ডা, অরুণ বাগ, ভূদেব দাস, স্বপন পণ্ডিত, জগদীশ ভুইয়াঁ। নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিমান নায়েক ও অঞ্চল সভাপতি শংকর বাগ।

দুর্গা সেবক সংঘের খুঁটিপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না থানার ইজমালীচক গ্রামে অবস্থিত 'শ্রী দুর্গা সেবক সংঘের' উদ্যোগে সার্বজনীন দুর্গোৎসব এবছর ৬৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে, বুধবার দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজা অনুষ্ঠিত হয়। পুজা কমিটির সম্পাদক স্বপন বর্মন জানান, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমাদের পুজা ও পুজা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করা হবে। ৪ দিন ব্যাপী পুজা চলাকালীন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রা, সিরিয়াল খ্যাত শিল্পী সমন্বয়ে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যন্ত গ্রামের ভিতর এই পুজা দেখার জন্য গ্রামের মানুষের ভিড় চোখে পড়ে।

গ্যাস বেলুন ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, শালবনি ঃ গোয়ালতোড় থানার শালবনিতে হঠাৎ উড়ে এসে পড়ল একটা রবার গ্যাস বেলুন। কিছুক্ষণ পরে তা ফেটেও যায়। আর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে একটা মেশিন। সঙ্গে জ্বলতে থাকে লাল আলো। গতকাল রাত আটটায় খোলা বারান্দায় বসে গল্পে মত্ত লোকজনের সামনে হঠাৎ একটা রবারের গ্যাস বেলুন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এই গ্যাস বেলুন কোথায় থেকে এল? ভাবতে ভাবতেই ফেটে যায় বেলুনটি। দেখা যায় বেলুনের মধ্যে রয়েছে একটা মেশিন। তাতে আবার লাল আলো জ্বলছে। গায়ে একটা কাগজ সাঁটানো। সেখানে একটা ঠিকানা, ফোন নম্বর ও তারিখ লেখা রয়েছে। ঠিকানা রয়েছে দমদম এয়ারপোর্ট। লাল আলোটা নিজে নিজেই গতরাতে নিভে গেলেও গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পুলিশ অবশ্য বলছে বয়ের কোনও কারণ নেই। অনেকেই এমন ঠিকানা লিখে রবারের গ্যাস বেলুন ছাড়ে। এটাও তেমনই একটি বেলুন। হয়তো এই বেলুনটি দমদম থেকে ছাড়া হয়েছে।

বজ্রপাতে মৃত্যু দিনমজুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের রাজাপাড়া গ্রামের গোলাপী ফৌজদার ও তার স্বামী নিতাই ফৌজদার এবং এক ছেলে তিন জনের একটি ছোট সংসার। তারা দুজনেই শ্রমিকের কাজ করতে যান মুগবসানে, দুজনেই দিন মজুর। প্রতিদিনের ন্যায় আজও যাচ্ছিলেন কাজে, কিন্তু আজ আর বাড়ি ফেরা হল না গোলাপীর। ভোর ৫টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজ করতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় হঠাৎই বৃষ্টি সহ বজ্রপাত শুরু হয়। তখন তারা সাইকেল থেকে নেমে পড়ে, তার কিছুক্ষণ পর হঠাৎই একটা আওয়াজ হয় এবং নিতাইবাবু

দেখেন তার স্ত্রী পড়ে যান ডাকলেও সাড়া দেন না, তারপর তিনি চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে যান। তার চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তারা দেখে গোলাপী দেবী ঘটনাস্থলে মারা যান। গ্রামবাসীরা তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর গোটা গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

দুঃস্থ, অসহায় মানুষজনদের পাশে হাজি আব্দুর রহিম ট্রাস্ট

জুলফিকার আলি , মহিষাদল

মহিষাদলের কাঞ্চনপুর গ্রামের আবুল কালাম খাঁনের স্বপ্ন দেখাটা নিজের জন্য নয়, তাঁর স্বপ্ন দেখাটা ছিল দুঃস্থ, অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের জন্য কিছু করার। এজন্য তাঁর ইচ্ছাটা ছিল একটা এনজিও করার, আর সেই এনজিওতে থাকবে বেশ কয়েকটি বিভাগ, যার মাধ্যমে তিনি দুঃস্থ, অসহায় মানুষগুলোকে সাহায্য করবেন। সংস্থা গড়তে তো চাই টাকা। যে টাকা আসবে কীভাবে? সংসারে দারিদ্রতার জন্য আর্থিক ক্ষমতা খুবই সীমিত। ভেবেছিলেন একটা ভালো চাকরি পেলে ভেবে দেখবেন। কিন্তু যে চাকরিটা জুটেছিল তা সামান্য একটা স্থানীয় ডাকঘরের পোস্ট মাস্টারের চাকরি। অবসরও নিয়েছেন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। কথায় আছে, চেষ্টা থাকলে কোন কিছুই বিফলে যায় না। দীর্ঘবছর পর ২০১৬ তে তাঁর স্বপ্নটা বাস্তবায়িত হল। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরই গড়ে ফেললেন তাঁর স্বপ্নের এনজিও। তবে সহজে নয়, অনেক কষ্ট করে দু'লক্ষ টাকা ধারদেনা করে নিজের বাড়িতেই গড়ে তুললেন তাঁর স্বপ্নের এনজিও। যার নাম দিলেন হাজি আব্দুর রহিম ট্রাস্ট। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর ট্রাস্টের মধ্যে খুলে ফেললেন চার-চারটি বিভাগ। লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও ইসলামিক রিসার্চ কেন্দ্র। চারটি বিভাগের কাজকে সামনে রেখে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে হাজি আব্দুর রহিম ট্রাস্ট। লাইব্রেরি বিভাগে রয়েছে এক হাজার বই। খোলা থাকে সকাল ১০-৪টা, লাইব্রেরিতে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় হাজারের কাছাকাছি। এরমধ্যে বেশিরভাগই রয়েছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। যাদের বই কেনার মত ক্ষমতা নেই তাদের বই দিয়েও সাহায্য করা হয়। দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা থাকে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার, সকাল ৮-২টা। ফি ৫ টাকা। তাছাড়া সবরকম পরিষেবাও দেওয়া হয় দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে শুরু করে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শতকরা ৮৫ জনই আছেন বয়স্ক ব্যক্তিরা। খোলা থাকে সোম, বুধ ও শুক্র সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত। ক্লাস শেষে এঁদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে চা ও টিফিনের। আর ইসলামিক রিসার্চ বিভাগে হয়ে থাকে ইসলামের উপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা। স্বপ্নের ট্রাস্ট তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে দারুণভাবে আপ্লুত সংস্থার কর্ণধার আবুল কালাম খাঁন। তিনি এখানেই থেমে থাকতে চান না। চান আরও এগিয়ে যেতে। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর এই বিভাগগুলো থেকে অসহায় মানুষগুলো যাতে আরও সুযোগ-সুবিধা পায়। তাছাড়া এলাকার মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে একটা জলসার আয়োজনও করে থাকেন, যেখানে নানান ধর্মীয় ব্যাপারে আলোচনা হয়ে থাকে। আবুল কালাম খাঁনের কর্মকাণ্ডে খুশি এলাকার মানুষ। প্রত্যেকেই ট্রাস্টের পরিষেবায় অভিভূত।